যুগান্তর

তারিখ 23 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

কোচিং নীতিমালা

শিক্ষক নেতাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

কোচিং নিয়ে জারি করা নীতিমালা নিয়ে সরকারপন্থী শিক্ষক নেতারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আর সরকারবিরোধী হিসেবে পরিচিত শিক্ষকরা সরাসরি নীতিমালা বাতিল দাবি করেন। তারা বলেছেন, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা না দেয়া পর্যন্ত কোচিং বন্ধ করা যাবে না। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য শিক্ষক নেতা আউয়াল সিদ্দিকী বলেন, তিনি নৈতিকভাবে কোচিং সমর্থন করেন না। তবে কোচিং আগে থেকেই নিষিদ্ধ ছিল। তবুও চলে আসছে। কোচিংকে সমর্থন করেন না বলেই শিক্ষানীতি প্রণয়নকালেও তাই করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোচিং নিয়ে

প্রতিক্রিয়া : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

প্রতিক্রিয়া : শিক্ষকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নীতিমালা জারির মাধ্যমে প্রকারান্তরে কোচিংকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। কোচিং এ জন্য সমর্থনযোগ্য নয় যে, এর কারণে প্রশ্ন ফাঁস, নম্বর কমবেশি দেয়া, নিজ ছাত্রকে ভালো করানোর তাগিদসহ নানা ধরনের অনৈতিক চর্চা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং না করানোর নীতিটি ভালো হয়েছে। তিনি বলেন, কোচিং সব সময়ই ছিল। বিশেষ করে এসএসসি-এইচএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষার আগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোচিং হয়ে এসেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিমালায় নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লাস পরীক্ষার আগে না সারা বছর করা যাবে— সে নির্দেশনা নেই। তিনি বলেন, নীতিমালা করে কোচিংকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষানীতিতে থাকলেও হঠাৎ বন্ধ করা সম্ভব নয়। হয়তো সে কারণে এটা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ক্লাসরুমের পাঠদান নিশ্চিতে সরকার আন্তরিক হবে এবং তখন কোচিং থাকবে না বলে তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

অন্যরেক শিক্ষক নেতা ও শিক্ষক কর্মচারী কর্পোরেশন ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যাপক শাহজাহান আলম সাজু বলেন, কোচিং যতো আগে লাগামহীনভাবে। মানুষ ডিগ্রি হতো। এটা মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। এ নিয়ে কোন নীতিমালা ছিল না। এ অবস্থায় সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা ভালো ও ওত। তিনি নীতিমালাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নীতিমালা বাস্তবায়নে মনিটরিং কমিটি গঠনসহ যে চেক অ্যান্ড ব্যালান্স রাখা হয়েছে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে সমস্যা অনেকটা দূর হবে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোচিং বা ছায়া শিক্ষা ব্যবস্থা সমর্থন করেন না। তবে সরকারকে সবার সহায়তা করা উচিত।

সরকারবিরোধীরা যা বলেন : সরকারবিরোধী বিভিন্ন সংগঠন কোচিং নীতিমালার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে নানা ধরনের কর্মসূচিও পালন করেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের সংগঠন 'শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট' নীতিমালা জারির দিন বুধবারই জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে। এতে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালা বাতিলের দাবি জানায়। এতে তারা বলেছেন, শিক্ষকদের আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা ও চাকরির নিরাপত্তা প্রদান না করে কোচিং বন্ধের সিদ্ধান্ত শিক্ষকরা মেনে নেবেন না। জোটের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ সেলিম উঁইয়া সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত সাড়ে তিন বছরে শিক্ষকদের একটি দাবিও পূরণ হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী তিন বছর ধরে স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের কথা শুনিয়ে অতি সম্প্রতি বলেছেন, পরবর্তী জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার সময় শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেলের সুপারিশ থাকবে। মন্ত্রী বর্তমান সরকারকে আবার ক্ষমতায় আনতে শিক্ষকদের সামনে মুলা ঝুলিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, এ প্রস্তাপনের নির্দেশনায় কোচিং বাণিজ্যকে আরও রমরমা এবং কোচিং ব্যবসায়ীদের আরও অনুপ্রাণিত করবে। সরকারের উচিত হবে সব পর্যায়ে প্রাইভেট, কোচিং বন্ধ করা। এমপিওবিহীন ৩০ হাজার শিক্ষক দীর্ঘদিন মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এমপিও প্রদানের জন্য বাজেটে কোন বরাদ্দও রাখা হয়নি। চাকরি জাতীয়করণের আগে শিক্ষকদের প্রাইভেট, কোচিং বন্ধ না করার দাবি জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ৩০ জুনের মধ্যে বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি পূরণ না হলে ৫ অক্টোবর ঢাকায় শিক্ষক মহাসমাবেশসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হবে।